‘চাঁদ বণিকের পালা’: নাট্যকার শম্ভু মিত্র ও জীবন দর্শন

সত্যজিৎ বসাক

গবেষক , বাংলা বিভাগ , বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় , বাঁকুড়া , পশ্চিমবঙ্গ , ভারত

পুরান এবং ইতিহাসের কাহিনি কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা আধুনিক সাহিত্যের এক বিশেষ দিক। আধুনিক সময়ের শিল্পীরা ইতিহাস বা পুরাণকে কেন্দ্র করে কেনই বা সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছিলেন ? আমার মনে হয়, পুরাণ বা ইতিহাসের কোনো চেনা ছবির মাধ্যমে আধুনিক সময়ের সমাজ জীবন ও জীবনের জটিলতাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আধুনিক সময়ের নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের সমাজচিত্র তথা সমাজ ভাবনারই একটি দীর্ঘদিনের চিন্তালালিত কোনো পরিকল্পনা আধুনিক সময়ের নাট্যকার শম্ভু মিত্রকে বিশেষভাবে ভাবিয়েছিল। তিনি মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরকে এক অন্যতর ব্যঞ্জনায় খুঁজে পেয়েছিলেন। আজকের কবির ভাষায় যে চাঁদ সদাগর – “আপন মুদ্রাদোষে, সকলের মাঝে বসে হতেছে আলাদা” ! শম্ভু মিত্র মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরকে সেই সময়ের এক আদর্শ বিশ্বাসে অটল ব্যক্তিত্বকে আধুনিক সময়ের সমাজের জীবনযাপনে নিদারুণ সংকটের দিনে চিত্র রূপায়ণে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর চরিত্র নির্বাচনে আগ্রহী হয়েছিলেন।

নাট্যকার শম্ভু মিত্র আধুনিক সময়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে নিজস্ববোধ স্পষ্ট করতে গিয়ে চাঁদসদাগর চরিত্রটিকে নাটকের ভরকেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের মনসামঙ্গলের কবিগণ দেবী মনসার মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রচারেই মনোযোগী ছিলেন। দেবী মনসার প্রতি ভক্তি নিবেদনই মনসামঙ্গল কাব্যের মূল বিষয় ছিল কিন্তু নাট্যকার শম্ভু মিত্র ‘চাঁদ বনিকের পালা’ নাটকে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যকে অনুসরণ করলেও তিনি চাঁদ সদাগর চরিত্রের মধ্যে আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আধুনিক সময়ের মনসামঙ্গল কাহিনীতে তুলে ধরেছিলেন। নাট্যকার শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বনিকের পালা’ নাটকে আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব চাঁদসদাগরের

কন্ঠে উচ্চারিত হলো ---" কিন্তুক এটাও যেন বেভভুল না হয়, যে, আমাদের পথে হোল দুরুস্তর বাধা। সমাজে, সংসারে, দেখো সবায়ে তো আমাদের খালি অপবাদ দিবে। আপন ঘরের লোকে , আত্মীয় স্বজনে, আমাদের খালি গালমন্দ দিবে। কেননা , তুমি যে শিবের ভজনা করো। যেটা সত্য মনে করো সেটারে যে তুমি মন খুল্যে সত্য বলো। এট্যাই অপরাধ। তারা বলে কালটা খারাব, তাই, শিবেরেও মানো ,তারেপর ফিরেফির চ্যাংমুড়ি কানীরেও মানো। অর্থাৎ কিনা, জ্ঞানেরও পূজা করো, ফির আবার, অজ্ঞানে ভজনা করো। পরামর্শ দিয়্যা বলে, সামনে না হয় গোপনে গোপনে করো, চুপি চুপি করো। জানি এইসব খুব ধান চাল বেচনের পাটোয়ারী বুদ্ধির কথা, কিন্তু ভাইসব, এই যে চম্পকনগরী, এরে যারা আদিকালে সৃষ্টি করেছিল, আমাদের সেই বাপপিতেমহদের দল, তারা কি কেবল পাটোয়ারী বুদ্ধি দিয়া এদেশের মর্যাদা গড়েছে ? এই রত্তমত্তি হ'তে দূর সুপ্পারকে গেছে। আবার তত্রাৎ পাড়ি দিয়্যা গেছে হুই দক্ষিন সাগরে। সেই তাম্বপন্নির তীরে গিয়া নোঙ্গর করেছে। রত্তমত্তির বুধগুপ্ত ? এইতো সিদিন, হরিকেল পার হয়্যা, সুবর্ণভূমিরে ছেড়ে ওই অগ্নিকোণ ধইরা, সুদূর সে কেডার বন্দরে যাইয়া উপস্থিত হোল। আর আজ ? আমরা কেবলি অপরের কুৎসা করি, খালি অপরের দোষ দেই, খালি শৃগালের মতো যেন খিড়কির দুয়োরের কাছাকাছি যাইয়া ধুর্ত্যামি করি ! ভাইরে, আমরা কি সেই নিডরিয়া বাপপিতেমহদের বংশের সন্তান ? নাকি আমরা সবাই বেজন্মা ? ক্ষেত্রজ ? প্রাণ দিয়া তারা নিজ নিজ প্রাণটারে সওদা করেছে – আর আমরা কি করি (হাঁক দিয়া বলে) এ চম্পকনগরীর যতো নিডরিয়া সদাগর ভাই, সেই সব আত্মার তর্পণ আজ আমাদের কাজ। আমাদের পথ সত্য , চিন্তা সত্য , কর্ম সত্য। আমাদের জয় কেউ ঠেকাতি পারবে না"। ১

আধুনিক সময়ের নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদ বনিকের পালা' নাটকটি মধ্যযুগের সাহিত্য মনসামঙ্গল কাব্যের ওপর কেন্দ্র করে রচিত হলেও আধুনিক জীবনযাপনে চাঁদসদাগর এক অন্যত্র মাত্রায় রূপায়িত হয়েছে। মধ্যযুগে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদসদাগর একজন সৎ , পরিশ্রমী এবং সাহসী চরিত্রের মানুষ। মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগর ছিলেন অবিচল এক শিব ভক্ত যিনি অসংখ্য প্রলোভন সত্ত্বেও মনসার ভক্ত হতে অস্বীকার করেন। কিন্তু শিব তাঁর এই পরম ভক্তটির ভক্তি ও সততার পরীক্ষা নিয়ে চলে। এদিকে মনসার তাঁর ভক্তদের জাগতিক সমস্ত চাহিদাই মিটিয়ে থাকে। চাঁদসদাগরকে মনসা ভক্ত হিসেবে না পেয়ে নানা প্রকার শাস্তি বিধান এবং ছলনা করেন। চাঁদসদাগর মনসার ভক্ত না হবার কারণে তাঁর এক এক করে সব পুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। কেবল সর্বকনিষ্ঠ লখিন্দর অবশিষ্ট থাকে। মনসার চক্রান্তে সেই লখিন্দরকে বিয়ের বাসর রাতে সাপের ছোবলে প্রাণ হারাতে হয়। কিন্তু লখিন্দরের বিবাহিতা পত্নী বেহুলা মনসার এই অন্যায় অবিচারকে মেনে নিতে পারে নি। বেহুলা তার মৃত স্বামীর

শবদেহের সহযাত্রী হয়ে সুবিচারের আশায় হাজির হয় স্বর্গলোকে যমরাজার গৃহে। মনসা সেখানে একটি শর্তে চাঁদসদাগরের অন্যান্য পুত্রসহ লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। চাঁদসদাগরকে মনসার পূজা করতে হবে এই শর্তে। তবে শেষ পর্যন্ত চাঁদসদাগর মনসার শর্ত মেনে নেন এবং বাঁ হাতে পুষ্প দিয়ে মনসার পূজা দেন। মনসা চাঁদসদাগরের সব পুত্রদের জীবন দান করেন এবং তার সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে দেন। শম্ভু মিত্র মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদসদাগর চরিত্রে লড়াই , আপোষহীন মনোভঙ্গিমা , আপন আদর্শে অটল থাকা ব্যক্তিকে দেখতে পান কিন্তু নাট্যকার শম্ভু মিত্র আধুনিক সময়ের চাঁদসদাগরকে একজন সত্যনিষ্ঠ , আদর্শবান ব্যক্তি এবং স্বাধীনতাপ্রিয় চরিত্র হিসেবে নাটকে তুলে ধরেছিলেন। মনসামঙ্গলের কবিরা চাঁদসদাগরের পতনের জন্যে যেখানে দেবী মনসার প্রতি তার আনুগত্যহীনতা , একগুঁয়েমি , অহংকার ইত্যাদিকে দায়ী করেছিলেন কিন্তু সেখানে 'চাঁদ বনিকের পালা' নাট্যাংশে শম্ভু মিত্র চাঁদসদাগরের পতনের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির স্বৈরাচর , ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রিয় , আদর্শবান চাঁদসদাগরের আপোষহীন মনোভঙ্গিমাকে দায়ী করেছিলেন।

চাঁদসদাগরের বানিজ্যযাত্রা , আরাধ্য শিব ছাড়া মনসাকে পুজো না করার অটল ঘোষণা যেখানে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের কবিগণদের নিছকই মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু সেখানে নাট্যকার শম্ভু মিত্র চাঁদসদাগরের এই আচরণকে একজন আদর্শবাদী আত্মবিশ্বাসী মানুষের সত্যনিষ্ঠ হিসাবে 'চাঁদ বনিকের পালা' নাটকটিতে আধুনিক রূপে তুলে ধরেছিলেন। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে আপোষকামিতায় জীবন কাটানো তো খুবই সহজসাধ্য কিন্তু তার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে চাঁদসদাগরের চরিত্র যেন আধুনিককালের আদর্শবাদী ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের সাহসিকতার দিকটি প্রকাশ পায় ----" ভাইসব , এটটা কথা মনে রাখা চাই , যে , দিনেরেতে বুকে ভরসা রেখো , আমাদের জয় হবেই হবে " ।২

শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের চরিত্রের মধ্যে এক বিস্ফোরক সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন। মনসামঙ্গল কাব্য বর্ণিত এবং মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতাদের কলমে চাঁদসদাগর জেদি , গোঁয়ার , অহঙ্কারী চরিত্রের মধ্যে শম্ভু মিত্র এক অন্যতর ব্যঞ্জনা খুঁজে পেয়েছিলেন। মধ্যযুগে মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগরের জীবনে যে সংকট নেমে এসেছিল সেই সংকটের মূলে আছে ব্যক্তিত্বের সংকট , আপন আদর্শে বিশ্বাসে অটল ব্যক্তিত্বের সংকট ! আজও আধুনিক যুগেও সেই সংকট বর্তমান। সেই সংকটের চেহারা বদলে গেছে এমনকি সংকটের রূপ ও মাত্রা হয়তো পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু সংকট আজও রয়ে গেছে। তাই আধুনিক সময়ে আধুনিক জীবনে আপন আদর্শে বিশ্বাসে অটল ব্যক্তিত্বের নিদারুন সংকট নাট্যকার শম্ভু মিত্র 'চাঁদ বনিকের পালা' নাটকটির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে।

শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বনিকের পালা’ নাটকটি এক আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টির পুরান কাহিনী। পুরান এবং ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা আধুনিক সাহিত্যের একটা বিশেষ দিক। পুরান বা পৌরানিক কাহিনীর মাধ্যমে আধুনিক শিল্পীরা আধুনিক সময়ের সমাজজীবন এবং সমাজজীবনের জটিলতাকে রূপদানের চেষ্টা করেছেন। আধুনিক সময়ের নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর ‘চাঁদ বনিকের পালা’ নাটকটি মধ্যযুগের সাহিত্য মনসামঙ্গল কাব্যের ওপর কেন্দ্র করে রচিত হলেও নাট্যকারের আধুনিক জীবনযাপনের সমাজচেতনা ও গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার জীবন দর্শন এই নাটকে রূপায়িত হয়েছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে ও বাংলা নাট্য অভিনয়ে অভিনেতা, প্রযোজনায় এবং পরিচালনায় শম্ভু মিত্র আজও চির-স্মরণীয় হয়ে আছেন। শম্ভু মিত্রের বিভিন্ন মৌলিক নাটক গুলির মধ্যে “চাঁদ বণিকের পালা” নাটকটিতে সংস্কৃত ও লৌকিক ভাষার মিশ্রণে এক নতুন ধরনের কথ্যভাষা নির্মান করে নাট্যভাষায় স্বাতন্ত্র্যতা নাট্যকার তুলে ধরেছেন। রীতা দত্ত নাটকটির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন – “ এতে (চাঁদ বণিকের পালা) সংস্কৃত ও লৌকিক ভাষার মিশ্রনে এক নতুন ধরনের কথ্যভাষা নির্মিত হয়েছে। ভাষাটি জোরালো সচল , ছন্দিত। ” ৩ নাট্যকার নাটকটির সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার তথা লোকপুরানের আবহাওয়ার জন্যে মধ্যযুগের ভাষারীতি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। নাটকটির ভাষা যেমন সাধারণ মানুষজনের মুখের ভাষা তেমনি সমাজের উপরতলায় বিচরণকারী চরিত্রদেরও ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই ভাষার মাধ্যমে সমাজের নানা স্তরের মানুষের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকের ভাষা কেমন হবে বলতে গিয়ে সমালোচক লেখেন – “ বাংলা নাটকের অভিনয়ের ইতিহাসে শম্ভু বাবুই প্রথম পরিচালক বা নির্দেশক ও অভিনেতা , যিনি বাংলা ভাষার কথ্যরূপকে মঞ্চে পুরোপুরি তুলে আনলেন। শম্ভু বাবুই প্রথম মানুষ যিনি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন যে , নাটকটা দুই তরবারির খেলায় বা বিপরীত চাপে নির্মিত হয় না , বরং বাঙালির একত্র কথোপকথন , বিভিন্ন কথ্যভঙ্গিমা , গতিভঙ্গিতে তৈরি হয় বাংলা নাটক। বাঙালির উচ্চারণের এমন নাটকীয় বৈচিত্র্য শম্ভু বাবুর পূর্বে বাংলা মঞ্চে কেউ আমাদের স্পষ্ট করে দেখাতে পারেন নি ।” ৪

নাট্যকার শম্ভু মিত্র নিজে খুব আশাবাদী ছিলেন। তাই শম্ভু মিত্র আশাবাদের কথা তাঁর নাটকে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য , কর্ম সত্য। আমাদের জয় আটকাতে পারবে না। নাট্যকার শম্ভু মিত্র বিশ্বাস করতেন যে মানুষ তার অতীতকে ভালো করে জানে না , বেঁচে থাকে শুধু বর্তমানে। আর মানুষ এই বর্তমানকে জেনেই ন্যায় অন্যায় , ভালো মন্দ বিচার করতে বেড়ান। নাটকে একজন মানুষ তার

নিজের সমস্ত দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করে নিয়েও সত্যকে প্রকাশ করার সাহস দেখায়। এখানেই শম্ভু মিত্রের নাটকে স্বাতন্ত্র্য। কেননা তিনি মনে করেছেন মানুষ কতটুকু সময়ই বা বেঁচে থাকেন। অথচ এই স্বল্প সময়ের বাঁচাটুকুর মধ্যেই তার সাহস , তার অহংকার , তার আকাঙ্খা অনাকাঙ্খা , তার বেদনা , তার চাওয়া বা না পাওয়া ধরা পরে। তাই নাট্যকারের কন্যা শাঁওলী মিত্র ভাষায় - " কীইবা তার অস্তিত্বের মূল্য ? – তবু সে বাঁচে। তবু সে অহংকার করে ,তার বুদ্ধির , তার রূপের , তার সাহসের , তার বলের। আর সেই অহংকার মানুষই জ্ঞান চায়। অন্ধকার থেকে আলোর উত্তরণের অসীম বাসনা বুকে নিয়ে চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার জ্ঞানের লিপ্সা তাকে থামতে দেয় না। মানুষের এই পরিণতি একই সঙ্গে অত্যন্ত মহৎ এবং অতীব করুণ। " ৫

আসলে প্রাচীন বৃহৎ অন্ধকারময় জগৎ থেকে নিজেদের বাঁচানোই মানুষের চিরন্তন লড়াই। অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধানে উত্তরণই মানুষকে নিয়ে যায় জয়ের লক্ষ্যে। অন্ধকারের জন্যই মানুষ আলোকমুখি হতে চায়। কারণ অন্ধকার থাকে বলেই আলোর এত চাহিদা। 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটিতে ব্যর্থতা , হতাশার গ্লানি কাটিয়ে জীবনকে বড় করে পেতে চাঁদ সদাগর আত্মীয় পরিজন , সমাজ সকলের মুখ চেয়ে সমাজের ক্ষুদ্র সত্যকে উপেক্ষা করে পুজো দিতে বাধ্য হলেও নিজের আদর্শ পথ ভ্রষ্ট হননি। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থকে আগে তিনি বলি দিয়ে অহংকার ত্যাগ করেছেন ; আর তাই ভীরু , দুর্বল , অসহায় , সাধারণ মানুষগুলিকে সঙ্গে নিয়েই সত্যের অভিযানে বেরিয়ে পরার সাহস দেখিয়েছন। চাঁদ সদাগরের মতো এই বিশেষ বোধ শম্ভু মিত্রের হাতে 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটির জন্ম দিয়েছেন।

আসলে নাট্যকার শম্ভু মিত্র অন্যান্য নাট্যকারের থেকে স্বাতন্ত্র্য এই কারণেই যে তিনি বিশ্বাস করতেন , সত্যের পথ দুর্গম , কঠিন , কঠোর , ব্রত সাধনার পথ। জীবন নির্ভীক হওয়া চাই , চাই সহিষ্ণুতা। কেননা ব্যক্তিগত যশ ,পুরস্কার , সম্মানের আশা আসলে স্বার্থপরতার নামান্তর। সেইজন্য নাট্যকার শম্ভু মিত্র 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে চাঁদ সদাগরের কন্ঠে তুলে ধরেছিলেন – "আশ্চর্য ! আপনি কি সত্যই সেই ভট্টপাঠকবাসী আচার্য বল্লভ ! আদর্শকে লক্ষ্য করে সাধনার উপদেশ আপনি কি দেন নাই আমাদের ? কন নাই সত্যেরই জয় হয় ? – ভয় বাসি , মনে ভয় বাসি। গুরুদেব , এ ইন্দ্রপতন দেখে আশঙ্কায় রক্ত হিম হয়া যায়। আপনি কি কন নাই , - এ ভরসা দেন নাই আমাদের , যে , মিথ্যা যতোই কেন প্রবলপ্রতাপী হোক , তবু সে ভঙ্গুর , অবশেষে সত্য জয়ী হয় ? জীবনে সত্যের জয় অবশ্য , নিশ্চিত ?'' ৬। আসলে নাট্যকার শম্ভু মিত্র মনে করতেন মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বের জন্য সর্বদা সত্যের পথ অবলম্বন করা উচিত। কারণ সত্যের দ্বারাই একমাত্র দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন আর আদর্শ প্রতিষ্ঠা

করা যায়। আর শম্ভু মিত্রের এই জীবন দর্শনই তাঁকে নাট্যকার হিসাবে তো বটেই এমনকি প্রকৃত মানুষ হিসাবেও তাঁকে স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল করে রেখেছে।

নাট্যকার শম্ভু মিত্রের সবগুলি নাটকের মধ্যে 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি এক প্রকারের সর্বকালীন মানুষের কথা। 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটিতে চাঁদ সদাগর বণিক এক দর্শন থেকে জীবন শেষে সে এক অন্য দর্শনে পৌঁছায়। কিন্তু অতীতকে যেমন ফেলা যায় না তেমনি অতীতকে নিয়ে বর্তমানের মুখোমুখি ভবিষ্যতে উত্তরণের মধ্য দিয়ে নাট্যকার অভিন্ন হয়ে ওঠেন। শম্ভু মিত্র এমন একজন নাট্যকার যাকে সুহৃদ মানুষের অনুরোধ প্রেরণা কলম ধরতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তৎকালীন সময়ে সামাজিক পরিস্থিতির ফলে অন্তপ্রেরণার তাগিদে তাঁকে নতুন সৃষ্টিতে ব্রতী করেছে। ফলে নাট্যকার শম্ভু মিত্র যেমন রবীন্দ্রবোধের সঙ্গে আন্তরিক ভালোবাসাকে যুক্ত করে মৌলিক নাট্যবোধকে একীভূত করে এক নতুন নাট্যকৃতি গড়ে তুলেছিলেন তেমনই সমকালীন সামাজিক , অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক দুরবস্থা তাঁর শিল্পকর্ম ও শিল্পমনকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। নাট্যকার শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' মৌলিক নাটকটির মধ্যে এক বিশেষ সময়ের যন্ত্রণা চিহ্নিত বিশেষ দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

নাট্যকার শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি মধ্যযুগের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কাহিনি অবলম্বনে নির্মাণ হলেও নাট্যকার তাঁর নির্মাণে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছিলেন। নাট্যকার শম্ভু মিত্র 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণ চাঁদ বণিকের উপর ছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। আর এই কথার প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ,' মনসামঙ্গল ' কাব্যের প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্র 'দেবী মনসা'- কে তিনি তাঁর এই নাটকটি থেকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। আধুনিক সময়ের আর্থ - সামাজিক - রাজনৈতিক সংকটকে শম্ভু মিত্র দেখাতে চেয়েছিলেন চাঁদ সদাগরের জীবন সংকটের মধ্য দিয়ে তাই দেবী মনসাকে এই নাটকে অনুপস্থিত রেখেছিলেন। এমনকি বর্জিত করেছিলেন মনসামঙ্গলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তা হলো 'নেতা ধোপানি'। চাঁদ সদাগর নিঃসঙ্গ শুধুমাত্র আদর্শকে আঁকড়ে থেকেছে যেমন থেকেছিলেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র জীবন সংকটের মধ্যে একাকী ও নিঃসঙ্গ।

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটির দৃশ্য নির্মাণে নাট্যকার প্রথমেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে , চাঁদ সদাগর একজন বানিজ্যযাত্রীদের নেতা বা নেতৃত্বদায়ী অগ্রপথিক। চাঁদ বণিকের সহযাত্রীদের মধ্যে মনসার ভীতি , প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ভয়ংকরতার জন্য দ্বিধা-দুর্বলতা ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে আর চাঁদ বণিকের লড়াই তীব্রতর হয়ে ওঠে। মোটকথা নাট্যকার সম্পূর্ণ অভিনব উপায়ে নাটকটি নির্মান করেছিলেন যা অভাবনীয় এবং আধুনিক

চেতনাবোধ সম্পন্ন। নাট্যকার পঙ্কিল-কর্দমাক্ত-নীতিহীন-আদর্শহীন সমাজে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় এবং মৃত্যুর অধিকার তথা আত্মহত্যার অধিকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই নাটকে এক করুণ আবহাওয়া তৈরি করেছিলেন যা অতুলনীয়। সব হারিয়েও চাঁদ বণিক শেষ পর্যন্ত রিক্ত চিত্তে গ্লানিপূর্ণ হৃদয়ে বানিজ্যযাত্রার প্রস্তুতিতে পুনর্বার মনোযোগী হন। আর এইভাবেই চাঁদ সদাগরের মতো একজন ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রিয় , আদর্শবাদী , সত্যনিষ্ঠ মানুষের জীবনযুদ্ধের কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে।

মনসামঙ্গলের চাঁদ বণিকের কাহিনি এখানে নিছক সংকটের কাহিনি নয় বা চম্পকনগরীর কাহিনিও নয় – এটি আধুনিক সময়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের এক সংকটরূপে চিহ্নিত হয়েছে। আধুনিক স্বার্থমগ্ন জীবনের কুটিল চিন্তাভাবনা পুরানের আবহ অতিক্রম করে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা মিশে যেতে চেয়েছিল। 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটির আধুনিক রূপায়নের ক্ষেত্রে নাট্যকার শম্ভু মিত্র এমন কিছু ঘটিয়েছিলেন যা একান্তভাবেই সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিমায় প্রতিফলিত হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

<u>তথ্যসূত্র</u>

১ . শমিত সরকার প্রকাশক , শম্ভু মিত্র 'চাঁদ বনিকের পালা', এম.সি.সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড , ১৪নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট , কলিকাতা-৭৩ , ষষ্ঠ সংস্করণ , অগ্রহায়ন ১৪০৬ , পৃষ্ঠা – ৮।

২. শমিত সরকার প্রকাশক , শম্ভু মিত্র 'চাঁদ বনিকের পালা', এম.সি.সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড , ১৪নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট , কলিকাতা-৭৩ , ষষ্ঠ সংস্করণ , অগ্রহায়ন ১৪০৬ , পৃষ্ঠা – ৭।

৩ . জগন্নাথ ঘোষ , শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা , দেজ পাবলিশিং , ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট , কোলকাতা – ৭৩ , প্রথম সংস্করণ : কলকাতা পুস্তক মেলা , জানুয়ারী ১৯৯৮ , পৃষ্ঠা – ৬৯।

৪ . অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় , বাংলা নাটক ও শম্ভু মিত্র : প্রসঙ্গত চাঁদ বণিকের পালা , বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ গণনাট্য ও শম্ভু মিত্র , পুস্তক বিপনি , ২৭ বেনিয়াটোলা লেন , কোলকাতা – ৭০০০০৯ , প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৭ , পৃষ্ঠা – ৯৪।

৫ . শাঁওলী মিত্র , 'শম্ভু মিত্র ও সৎনাট্য', প্রথম প্রকাশ ১৪০৬ মাঘ , মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , কলিকাতা , পৃষ্ঠা – ৯৯।

৬. শমিত সরকার প্রকাশক , শম্ভু মিত্র 'চাঁদ বনিকের পালা', এম.সি.সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড , ১৪নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট , কলিকাতা-৭৩ , ষষ্ঠ সংস্করণ , অগ্রহায়ন ১৪০৬ , পৃষ্ঠা – ৮ ।

সহায়কগ্রন্থ :

১. ঘোষ অজিত কুমার , বাংলা নাটকের ইতিহাস , জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ সংস্করণ , অক্টোবর , ১৯৬০

২. বন্দোপাধ্যায় ড.সুরেশচন্দ্র এবং চক্রবর্তী ড.ছন্দা , ভারত নাট্যশাস্ত্র , নবপত্র প্রকাশন , ১ম সংস্করণ , ১৯৫৬

৩. ঘোষ দিলীপ , শম্ভু মিত্র ও বহুরূপী , মিত্র ও ঘোষ , ১ম সংস্করণ , ২০০০

৪. চক্রবর্তী সুপ্রভাত , দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা নাটক ও নাট্যশালা , পুস্তক বিপণি , ২০০০

৫. ঘোষ জগন্নাথ , শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা , দেজ , ১ম সংস্করণ , ২০০১

৬. দত্ত সুনীল , শম্ভু মিত্র ও সৌন্দর্য প্রকরণ , জাতীয় সাহিত্য , ১ম সংস্করণ , ১৯৯৮

৭. রায় কুমার , শম্ভু মিত্র : নির্মান ও সৃজন , প্রতিক্ষণ , ১ম সংস্করণ , ২০০০

৮. চট্টোপাধ্যায় অরিন্দম , বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ ও শম্ভু মিত্র , প্রথম প্রকাশ , আগস্ট ১৯৯৭

৯. ঘোষ জগন্নাথ , চাঁদ বণিকের পালা , করুণা প্রকাশনী , প্রথম প্রকাশ , জুলাই ২০০৫